Registerd NO 52.

একমেবাদ্বিতীয়ং

দশম কল্প
তৃতীয় ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২

৪৫৪ সংখ্যা

শক ১৮০৩

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজত্। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

তৃতীয় প্রপাঠকে ত্রয়োদশোধ্যায়ঃ।

তেবাএতে পঞ্চব্রহ্ম পুরুষাঃ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপাঃ সযএতানেব পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদাস্য কুলে বীরোজায়তে। প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং যএতানেবং পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ। ৬

‘তে বৈ এতে’ যথোক্তাঃ ‘পঞ্চ’ সুষিসম্বন্ধাৎ পঞ্চ ‘ব্রহ্মপুরুষাঃ’ ব্রহ্মণোহার্দ্দস্য পুরুষাঃ রাজপুরুষাইব দ্বারস্থাঃ ‘স্বর্গস্য’ হার্দ্দস্য ‘লোকস্য’ ‘দ্বারপাঃ’ দ্বারপালাঃ। ‘সঃ যঃ’ ‘এতান্ এব’ যথোক্তান্ ‘পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্’ ‘বেদ’ উপাস্তে উপাসনয়া বশীকরোতি ‘অস্য’ বিদুষঃ ‘কুলে’ ‘বীরঃ’ পুত্রঃ ‘জায়তে’ ‘প্রতিপদ্যতে স্বর্গং লোকং যঃ এতান্ এবং পঞ্চ ব্রহ্ম পুরুষান্ স্বর্গস্য লোকস্য দ্বারপান্ বেদ’। ৬

সেই এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষেরা স্বর্গলোকের দ্বারপাল। যিনি স্বর্গলোকের দ্বারপাল এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে জানেন তাঁহার কুলে বীর পুত্র জন্মগ্রহন করে। যিনি স্বর্গলোকের দ্বারপাল এই পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষকে জানেন তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। ৬

স্বর্গ হৃদয়ের অভ্যন্তরেই। ঈশ্বরের পরম সিংহাসন সেই হৃদয়ের মধ্যেই রহিয়াছে। সেই হৃদয়স্থিত জীবাত্মাতেই আমাদের সর্ব্বমঙ্গলের আধার সেই দেবদেব পরমাত্মা নিত্যকাল বিরাজিত। মনুষ্যের জীবাত্মা চক্ষু শ্রোত্র বাক্য প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয় সকলের সহিত যুক্ত বা বদ্ধ। যেমন স্বামী হীনবল বা অল্পবুদ্ধি হইলে তাহার অনুচরেরা তাহাকে নিজ নিজ অভীষ্ট পথে লইয়া গিয়া দিন দিন হীন হইতে হীনতর করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আত্মাকে অমার্জ্জিত দেখিলে তাহার যাহা কিছু ইচ্ছা মনন স্মৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তি সকল মন্দ বিষয়ের আলোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া তাহাকে স্ব স্ব অভিপ্রেতানুসারে সংসারের কুটিল পথেই লইয়া যায়। যে কোন সাধু-বুদ্ধ ব্যক্তি নিজের এই দারুণ শোচনীয় অবস্থাতে সতর্ক হইয়া যখন চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে যত্ন ও চেষ্টা দ্বারা স্ববশে আনিতে পারেন, তখন তাঁহার চক্ষুর অভদ্র দর্শন শ্রোত্রের অশ্রাব্য শ্রবণ, মনের পাপ-কল্পনা, বাক্যের মিথ্যা আলাপ ও প্রাণের এই অসৎ ইন্দ্রিয় ধারণ রূপ বন্ধন সমুদয় শিথিল হইয়া আত্মাকে তাহার স্বাভাবিক স্বর্গীয় বল প্রদান করে। তখন আত্মা তাহার মুক্ত পথে প্রধাবিত হইয়া আনন্দের সহিত ঈশ্বরের শান্তি ক্রোড়ে গিয়া উপনীত হয়। আত্মার বৃত্তি সকল ও তখন তাহার অনুগামী হয়। তখন তাহার ইচ্ছা ঈশ্বরকে ব্যতীত আর কিছুই চায় না। তাহার প্রজ্ঞা নিত্যকাল এক ঈশ্বরকেই পূর্ণ ভাবে ধারণ করিয়া রাখে, এবং বুদ্ধি তাঁহারই

আলোচনায় রত হয়। ইহাই স্বর্গ। অতএব এই স্বর্গ-দ্বারের প্রহরী স্বরূপ এই ইন্দ্রিয়গণকে প্রথমে জান এবং স্ববশে আনয়ন কর তবেই স্বর্গ-দ্বার নিষ্কণ্টক হইবে। এবং তোমার পুত্রগণও তোমার আধ্যাত্মিক ভাবে গঠিত হইয়া ধর্ম্মভাবে বীর হইবে। ৬

অথ যদতঃ পরোদিবোজ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষ্বিদং বাব তদ্যদিদমস্মিন্নন্তঃপুরুষে জ্যোতিস্তস্যৈষা দৃষ্টিঃ ।৭

'অথ' 'যৎ' 'অতঃ' অমুষ্মাৎ 'দিবঃ' দ্যুলোকাৎ 'পরঃ' পরং ইতি লিঙ্গব্যত্যয়েন 'জ্যোতিঃ' 'দীপ্যতে' স্বয়ংপ্রভং সদাপ্রকাশত্বাদ্দীপ্যতইব দীপ্যত ইত্যুচ্যতে। অগ্ন্যাদিবজ্জ্বলনলক্ষণাযাদীপ্তেরসম্ভবাৎ 'বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু' 'সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষু উত্তমেষু লোকেষু' সংসারাৎ উপরীত্যর্থঃ। 'ইদং বাব তৎ যৎ ইদং অস্মিন্' 'অন্তঃপুরুষে' অন্তর্মধ্যে 'জ্যোতিঃ' 'তস্য এষা দৃষ্টিঃ' সাক্ষাদিব দর্শনং॥ ৭

আর এই স্বর্গলোক হইতেও যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি, যাহা বিশ্বের সকল উত্তম এবং অনুত্তম লোকের পৃষ্ঠে দীপ্তি পাইতেছে তাহাই ইহা যাহা এই মনুষ্যের অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। এ বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রমাণ এই। ৭

যত্রৈতদস্মিঞ্ছরীরে সংস্পর্শেনোষ্মাণং বিজানাতি। তস্যৈষা শ্রুতির্যত্রৈতৎ কর্ণাবপিগৃহ্য নিনদমিব নদথুরিবাগ্নেরিব জ্বলত উপশৃণোতি তদেতদ্দৃষ্টঞ্চশ্রুতঞ্চেত্যুপাসীত চক্ষুষ্যঃ শ্রুতোভবতি যএবং বেদ যএবং বেদ। ৮

'যত্র' যস্মিন্ কালে 'এতৎ' ইতি ক্রিয়াবিশেষণং 'অস্মিন্ শরীরে' হস্তেন আলভ্য 'সংস্পর্শেন' 'উষ্মাণং' রূপসহভাবিনমুষ্মস্পর্শভাবং 'বিজানাতি'। তথা 'তস্য' জ্যোতিষঃ 'এষা শ্রুতিঃ' শ্রবণং 'যত্র' যদা 'এতৎ' ক্রিয়াবিশেষণং 'কর্ণৌ' 'অপিগৃহ্য' অপিধায় 'নিনদং ইব' রথস্যেব ঘোষোনিনাদস্তমিব শৃণোতি 'নদথুঃ ইব' ঋষভকূজিতমিব শব্দঃ যথাচ 'অগ্নেঃ ইব জ্বলতঃ' এবং শব্দমন্তঃশরীরে 'উপশৃণোতি 'তৎ এতৎ' জ্যোতিঃ দৃষ্টশ্রুতলিঙ্গত্বাৎ 'দৃষ্টং চ শ্রুতং চ ইতি উপাসীত'। 'চক্ষুষ্যঃ' দর্শনীয়ঃ 'শ্রুতঃ' বিশ্রুতঃ 'ভবতি' 'যঃ এবং বেদ' 'যঃ এবং বেদ' ॥ ৮

এই যে, যখন শরীরে হস্তস্পর্শ করিলে উষ্ণ বোধ হয়, ইহাই দৃষ্ট প্রমাণ। আর তাহার শ্রুত প্রমাণ এই যে যখন হস্ত দ্বারা কর্ণ অবরুদ্ধ করিলে রথ-ঘোষের ন্যায় এবং জলন্ত অগ্নির শব্দের ন্যায় ইহা শুনা যায়। সেই ইহাকে শ্রুত এবং দৃষ্ট এই বলিয়া উপাসনা করিবেক। যিনি ইহা জানেন তিনি দৃষ্ট এবং শ্রুত অর্থাৎ বিখ্যাত হন। ৮

চতুর্দ্দশোধ্যায়ঃ।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষোযথাক্রতুরস্মিল্লোঁকে পুরুষোভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি সক্রতুং কুর্বীত। ১

'সর্ব্বং' সমস্তং 'খলু' বাক্যালঙ্কারার্থোনিপাতঃ প্রত্যক্ষাদিবিষয়ং 'ব্রহ্ম' বৃহত্তমত্বাদ্ব্রহ্ম। 'তজ্জলান্' তস্মাৎ ব্রহ্মণোজাতং তেজোবন্নাদিক্রমেণ সর্ব্বং অতস্তজ্জং। তথা তেনৈব জননক্রমেণ প্রতিলোমতয়া তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি লীয়তে তদাত্মতয়া শ্লিষ্যত ইতি তল্লং। তথা তস্মিন্নেব স্থিতিকালেঽনিতি প্রাণিতি চেষ্টত ইতি তদনং। ইত্যেবং ব্রহ্মাত্মতয়া ত্রিষু কালেষু অবশিষ্টং তদ্ব্যতিরেকেণাগ্রহণাৎ। 'ইতি' 'শান্তঃ' রাগদ্বেষাদিদোষরহিতঃ সংযতঃ সন্ যৎ তৎ ব্রহ্ম তদ্বক্ষ্যমানৈর্গুণৈরুপাসীত। কথং উপাসীত। 'সঃ' 'ক্রতুঃ' নিশ্চয়োধ্যাবসায়শ্চ এবমেব নান্যথেতি অবিচলপ্রত্যয়স্তং ক্রতুং 'কুর্ব্বীত' উপাসীত। কথং ক্রতুঃ কর্ত্তব্যঃ 'অথ' 'খলু' হেত্বর্থ ক্রতুময়ঃ অধ্যাবসায়াত্মকঃ পুরুষঃ' জীবঃ। 'যথাক্রতুঃ' যাদৃশক্রতুরস্য সোঽয়ং যথাক্রতুর্যথাধ্যাবসায়ঃ যাদৃকনিশ্চয়ঃ 'অস্মিন্ লোকে' জীবন্নিহ 'পুরুষঃ ভবতি' 'তথা' 'এতঃ' অস্মাৎ দেহাৎ 'প্রেত্য' মৃত্বা 'ভবতি' ॥ ১

সকলই এই ব্রহ্ম। তাঁহাকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা জানিয়া শান্ত হইয়া উপাসনা করিবেক। এবং সে ইহাঁর প্রতি স্থির বিশ্বাস রাখিবেক যেহেতু মনুষ্য বিশ্বাসের অধীন। এই লোকে মনুষ্য যে প্রকার বিশ্বাসাত্মক হইবেক, দেহান্তর হইলে সে সেই প্রকার বিশ্বাসের ফল প্রাপ্ত হইবেক। ১

জগৎ কর্ত্তা পরব্রহ্ম এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া

সেই সৃষ্টিকে আপনা হইতে দূরে রাখেন নাই। তিনি এই অপার বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুকেই আপনার স্বরূপ দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন অতএব শান্তচিত্ত সূক্ষ্মদর্শী ভক্তগণ এই নশ্বর জগতের প্রতি উপেক্ষা করিয়া সর্ব্বকালে সকল বস্তুতে এক ঈশ্বরকেই দর্শন করিয়া থাকেন। মঙ্গলময় প্রেমময় বিধাতা একবার এই জগৎকে সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন নাই। তিনি জীবকে বৈচিত্র-প্রিয় করিয়া এবং জড় বস্তুকে পরিবর্ত্তনশীল করিয়া প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে তাহাকে নব নব ভাব বিধান করত জীব সমক্ষে আনয়ন করিতেছেন। তিনি সৃষ্টিকালে আপনার অচিন্ত্য শক্তি হইতে জগৎ উৎপন্ন করিতেছেন, লয় কালে আপনাতে প্রতিগ্রহণ করিতেছেন এবং স্থিতি কালে জগতের মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। ঈশ্বরের এই মঙ্গল ভাব হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে হইবেক এবং তাঁহাকেই সকল কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া জানিতে হইবে। অধ্যবসায়ের দ্বারা এই জ্ঞান লাভ হয়, এবং অধ্যবসায়ের দ্বারা লব্ধ জ্ঞান জন্মাবচ্ছিন্নে নষ্ট হয় না। অতএব এক অধ্যবসায়ই ঈশ্বরলাভের পরম উপায়।১

মনোময়ঃ প্রাণশরীরোভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প-আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ। ২

'মনোময়ঃ' মনঃপ্রায়ঃ। মন্যতেঽনেনেতি মনস্তত্ত্বরত্ত্যা বিষয়েষু প্রবৃত্তং ভবতি তেন মনসা তন্ময়ঃ। 'প্রাণশরীরঃ' প্রাণঃ শরীরং যস্য সঃ প্রাণশরীরঃ 'ভারূপঃ' ভাদীপ্তিশ্চৈতন্যলক্ষণং রূপং যস্য স ভারূপঃ 'সত্যসঙ্কল্পঃ' সত্যাঽবিতথাঃ সঙ্কল্পোযস্য সোঽয়ং সত্যসঙ্কল্পঃ। 'আকাশাত্মা' আকাশইবাত্মা স্বরূপং যস্য স আকাশাত্মা। সর্ব্বগতত্বং সূক্ষ্মত্বং রূপাদিহীনত্বঞ্চাকাশতুল্যতা ঈশ্বরস্য। 'সর্ব্বকর্ম্মা' সর্ব্বং বিশ্বং তেনেশ্বরেণ ক্রিয়ত ইতি জগৎ সর্ব্বং কর্ম্মাস্যেতি সর্ব্বকর্ম্মা। 'সর্ব্বকামঃ' সর্ব্বে কামা দোষরহিতা অস্যেতি স সর্ব্বকামঃ 'সর্ব্বগন্ধঃ' সর্ব্বে গন্ধাঃ সুখকরাঅস্য সোঽয়ং সর্ব্বগন্ধঃ। তথা রসাঅপি বিজ্ঞেয়াঃ 'সর্ব্বরসঃ' 'সর্ব্বং ইদং' জগৎ 'অভ্যাত্তঃ' অভিব্যাপ্তঃ 'অবাকী' ন বাক্ অবাকী 'অনাদরঃ' অসম্ভ্রমঃ। অপ্রাপ্তপ্রাপ্তৌহি সম্ভ্রমঃ স্যাদনাপ্তকামস্য। নত্বাপ্তকামত্বান্নিত্যতৃপ্তস্যেশ্বরস্য সম্ভ্রমোঽস্তিকশ্চিৎ॥ ২

মনোময়, প্রাণশরীর, জ্যোতিঃস্বরূপ, সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সকল বিশ্বের ব্যাপক, যাঁহার বাক্য নাই এবং আপ্তকাম হেতু যিনি আদরের অপেক্ষা করেন না। ২

এষমআত্মাঽন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বৈষ স আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জায়ানন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্দিবোজ্যাযানেভ্যোলোকেভ্যঃ।৩

'এষঃ' যথোক্তগুণঃ 'মে' মম 'আত্মা' 'অন্তর্হৃদয়ে' পুণ্ডরীকস্য অন্তর্মধ্যে 'অণীয়ান্' অণুতরঃ 'ব্রীহেঃ বা যবাৎ বা সর্ষপাৎ বা শ্যামাকাৎ বা শ্যামাকতণ্ডুলাৎ বা' অত্যন্ত সূক্ষ্মপ্রদর্শনার্থং শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বেতি। পরিচ্ছিন্নপরিমাণাদণীযানিত্যুক্তেঽণুপরিমাণত্বং প্রাপ্তমাশঙ্ক্যাতস্তৎপ্রতিষেধায়ারভতে। 'এষঃ মে' 'আত্মা অন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্' 'পৃথিব্যাঃ জ্যায়ান্' 'অন্তরিক্ষাৎ জ্যায়ান্' দিবঃ জ্যায়ান্' 'এভ্যঃ লোকেভ্যঃ' জ্যায়ান্। জ্যায়ঃ পরিমাণাচ্চ জ্যায়স্তং দর্শয়ন্নন্ত পরিমাণত্বং দর্শয়তি॥ ৩

সেই আত্মা আমাদের হৃদয়ের অন্তরে। ব্রীহি হইতে যব হইতে সর্ষপ হইতে শ্যামাক কিম্বা শ্যামাক তণ্ডুল হইতেও ক্ষুদ্রতর। আবার আমাদের হৃদয়ের সেই অন্তরাত্মা পৃথিবী হইতে বৃহৎ, আকাশ হইতে বৃহৎ, দ্যুলোক হইতে এবং এই সমস্ত লোক হইতে বৃহৎ। ৩

সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরএষমআত্মান্তর্হৃদয়এতদ্ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভাবিতাস্মীতি যস্যস্যাদ্ধা ন বিচিকিৎসাঽস্তীতিহ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ। ৪

'সর্ব্বকর্ম্মা' 'সর্ব্বকামঃ' 'সর্ব্বগন্ধঃ' 'সর্ব্বরসঃ' 'সর্ব্বং ইদং অভ্যাত্তঃ' 'অবাকী অনাদরঃ' 'এষঃ' 'মে' মম 'আত্মা অন্তর্হৃদয়ে'। 'এতৎ ব্রহ্ম' 'ইতঃ প্রেত্য' 'এতং' ব্রহ্ম 'অভিসম্ভাবিতাস্মি' 'ইতি যস্য স্যাৎ' 'অদ্ধা' এবং সত্যং 'ন বিচিকিৎসা অস্তি ইতি' 'হ' 'আহস্ম' 'শাণ্ডিল্যঃ শাণ্ডিল্যঃ' শাণ্ডিল্যোনামর্ষির্দ্বির্ভ্যাসআদরার্থং॥ ৪

সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস এই জগতে পরিব্যাপ্ত বাক্যবিহীন এবং আপ্তকাম হেতু আদরের অপেক্ষা করেন না এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে, ইনিই ব্রহ্ম। এই লোক হইতে অবসৃত হইয়া ইহাঁকেই সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। যাঁহার ইহাতে শ্রদ্ধা তাঁহার ইহাতে আর কোন সংশয় থাকে না। ইহা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন। ৪

বর্ষ-শেষে কোন ব্রাহ্মের চিন্তা।

পৃথিবী কেবল মৃত্যুরই অভিনয়-ভূমি। ইহার প্রতি পদার্থ—প্রত্যেক ঘটনা কেবল মৃত্যুরই বল বিক্রম প্রকাশ করিতেছে। ইহার যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকে কেবলই পরিবর্ত্তন-স্রোতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধঃউর্দ্ধ কোন স্থানের কোন পদার্থকেই একরূপে এক ভাবে অবস্থান করিতে দেখা যায় না। না আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, না পৃথিবীর নদী-গিরি-সমুদ্র, কেহই স্থিরভাবে অবস্থান করিতে পারে না। সকলেরই উদয়াস্ত, হ্রাস-বৃদ্ধি প্রতিক্ষণই সংঘটিত হইতেছে। জড়ের ন্যায় উদ্ভিদ-প্রাণী-রাজ্যের মধ্যেও সকল পদার্থেরই সর্ব্বদাই রূপান্তর ভাবান্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে। জন্ম বৃদ্ধি হ্রাস, প্রকৃতির এই বলবৎ নিয়মে চক্ষুর অগোচর সূক্ষ্মতম শৈবালসূত্র হইতে মর্ত্ত্যের একাধিপতি মনুষ্য পর্য্যন্ত নিয়মিত হইতেছে। যে নব-প্রস্ফুটিত পুষ্প শ্রীলাবণ্য এবং সৌরভ-প্রভাব বিস্তার করিয়া প্রাতঃকালে দর্শকের চিত্তকে হর্ষ উল্লাসে বিস্ফারিত করিয়া তোলে, মৃত্যুর নিয়মে সেই কুসুমই আবার সায়ংকালে শ্রীহীন লাবণ্যবিহীন হইয়া লোকের নেত্র-শূল হইয়া পড়ে। যৌবন কালে যে মত্ত মাতঙ্গ লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করত বন-উপবন-সকল অনায়াসে ভগ্ন বা উৎপাটন করিয়া স্বীয় প্রভূত বল-বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সকলকে ভয় ত্রাসে কম্পিত করিয়া তোলে, মৃত্যুর নিয়মে সেই হস্তীই আবার স্পন্দহীন চেতনা-বিহীন হইয়া তৃণ-শয্যায় নিপতিত হওত মনুষ্যের পদ-দলিত হইয়া থাকে। যে মনুষ্যের বাহু-বলে বা বুদ্ধি-কৌশলে সমস্ত ভূমণ্ডলস্থ জনগণ বশীভূত বা পদানত হইয়া পড়ে, মৃত্যুর নামে আবার তাহারই শরীরের শোণিত-রাশি শুষ্ক এবং অস্থি-গ্রন্থি সকলও এককালে শিথিল হইয়া যায়। এই ভূমণ্ডলের কোন পদার্থই অক্ষত ভাবে অবস্থান করিতে পারে না, সকলেরই ব্যয় ক্ষয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কেবল আত্মারই উপরে মৃত্যুর কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। শরীর পার্থিব উপকরণে গঠিত, শরীরই জন্ম-বাল্য, যৌবন-জরার একান্ত বশবর্ত্তী।

"জরাযৌবনজন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্য নাত্মনঃ।"

শরীরের দুর্গতি অবনতি, আত্মোন্নতির প্রতিরোধক হইতে পারে না। আত্মা সকল অবস্থাতেই উন্নতি-অভিমুখে উত্থিত হইতে পারে। শরীরের রূপান্তর ভাবান্তর উপস্থিত হইলে, তাহার পক্ষে সুস্বাদ পুষ্টিকর দ্রব্য সকলও অপথ্য হইয়া উঠে কিন্তু আত্মার অবসন্ন অবস্থায়ও দেবভোগ্য ব্রহ্মামৃতই তাহার এক মাত্র সুপথ্য। আত্মা সকল অবস্থাতেই সেই দেবস্পৃহনীয় অমৃতপানের অধিকারী। সেই অমৃতখনি আত্মার মধ্যেই চিরনিহিত রহিয়াছেন। শরীর রোগ-শোক-জরাক্রান্ত হইয়া অবসন্ন হইলে অন্নপান আহরণের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয়, কিন্তু আত্মা সেই ভগ্ন কুটীরে বাস করিয়াও বিনাপর্য্যটনে দেব-প্রসাদে সেই সত্য জ্ঞান অমৃত-স্বরূপ ঈশ্বরের নিত্য-সহবাস-জনিত অমৃতানন্দ সম্ভোগ করত পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। শরীর

দুশ্চিকিৎস্য রোগেই আক্রান্ত হউক, আর মন দুঃসহ শোক-তাপের তীক্ষ্ণ বাণেই ক্ষত বিক্ষত হইতে থাকুক, আত্মা সেই গভীর অতল-স্পর্শ অমৃত-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া সকল-সময়েই অন্তর-জ্বালা নিবারণ করিতে পারে। যৌবন-কালে বাহিরের ভীষণ তরঙ্গরাজির মধ্যে—গৃহ-শত্রুগণের প্রবল উত্তেজনা দুর্জ্জয় অত্যাচারের অভ্যন্তরেও মানব-আত্মা ঈশ্বরের শরণাগত হইয়া থাকিলে সকল বিঘ্ন বিপত্তি হইতেই সে সুরক্ষিত হয়। বার্দ্ধক্যের অসহায় অবস্থাতে যখন শরীর লোল, ইন্দ্রিয়-সকল নিস্তেজ হইয়া মনুষ্যকে সাংসারিক ব্যাপারে এক-প্রকার অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে, মানব-আত্মা সেই সময়েও ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রীতি-পীযূষ পান করত সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া যায়। সেই অন্তিম দশায় কেবল-মাত্র তাঁহারই উৎসাহ-জনক প্রেমানন সন্দর্শন করিয়া পরলোক ব্রহ্মলোকের জন্যই প্রস্তুত হইতে প্রোৎসাহিত হইয়া থাকে। যখন সকলে তাহাকে পরিত্যাগ করে, পৃথিবী পর্য্যন্ত যখন সেই শ্রীহীন অকর্ম্মণ্য দেহের ভার বহন করিতে চায় না, ঈশ্বর তখন সেই বৃদ্ধের পরিণত আত্মাকে স্বীয় শীতল ক্রোড়ে গ্রহণ করত পৃথিবী অপেক্ষা জ্ঞান-ধর্ম্ম-সত্যালোক-পূর্ণ উন্নত ধামে পবিত্র-আত্মা দেবতাদিগের মধ্যে স্থাপন করত তাহাকে রক্ষণ ও পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

সাধারণ লোকে মৃত্যুর অর্থ তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সংসার-সম্বন্ধ-চ্ছেদ এবং দেহ-ত্যাগকেই প্রকৃত মৃত্যু জানিয়া ভয়-ত্রাসে কম্পিত হইয়া উঠে। কিন্তু প্রকৃত তত্ত্বদর্শী সাধু দেহের কৌমার যৌবন জরা প্রাপ্তির ন্যায় আত্মার দেহান্তর বা অবস্থান্তর-প্রাপ্তিতে কদাচ মুহ্যমান হয়েন না।

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥"

অমৃতের সহবাসেই মনুষ্য অমরত্ব লাভ করে, সেই অক্ষর অব্যয় পুরুষের সহিত চির যোগেই মানব-আত্মা অক্ষত অব্যাহত থাকিতেই সমর্থ হয়। এই ক্ষয়শীল সংসারের মধ্যে ঈশ্বরই কেবল একমাত্র অক্ষর অমৃত, তিনি ভিন্ন জগতের সমুদায় পরিবর্ত্তনশীল ও নশ্বর।

"অক্ষরং তৎ পরং ব্রহ্ম,
ক্ষরং সর্ব্বমিদং জগৎ।"

তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিলেই আমরা এখানে সকল অবস্থাতেই অমৃতের অভিমুখে ধাবিত হইতে পারি। তাঁহাকে ছাড়িয়া আমরা যে পরিমাণে বিষয়াসক্ত হই, সেই পরিমাণেই শোক-তাপে মুহ্যমান হইয়া মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়া থাকি। আত্মার অমরত্ব-সাধনই আমারদের নিত্য কর্ম্ম। আত্মা ঈশ্বর-প্রসাদে অমৃতের অধিকারী হইলেও আমারদের যত্ন-চেষ্টা, সাধন-সমাধান-অভাবে তাহার বল-বিক্রম, স্ফূর্ত্তি-উদ্যম সকলই তিরোহিত হইয়া যায়, সে অমর হইয়াও মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে।

আমারদের অমর-আত্মার সঙ্গে শরীরের যোগ রহিয়াছে বলিয়াই এই জড়-শরীর জীবিতের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, আত্মা এই শরীর-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিবামাত্রই যেমন ইহা এককালে স্পন্দ-বিহীন ও শ্রীহীন হইয়া ক্ষণকাল-মধ্যেই বিকৃত হইয়া পড়ে, তেমনি সেই অক্ষর অমৃত পুরুষ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগেতেই আমারদের আত্মার অমরত্ব, আমারদের আত্মার জীবন-জ্যোতি, উদ্যম-উন্নতি সকলই। তাঁহা হইতে বিযুক্ত বা বিচ্যুত হইলেই তাহার সকল শোভা-সৌন্দর্য্য তিরোহিত হইয়া যায়, তাহার উচ্চ-

দেব-প্রকৃতি, হেয় রাক্ষস-স্বভাবে পরিণত হইয়া পড়ে। তখন সংসারই তাহার সর্ব্বস্ব, ইন্দ্রিয়-সুখ বিষয়-সুখই তাহার একমাত্র উপভোগ্য হইয়া উঠে। ইহাই মনুষ্যের প্রকৃত দুর্গতি ও অবনতি, ইহাই তাহার যথার্থ মৃত্যুর লক্ষণ। ভ্রমণ উপবেশন জাগ্রৎ স্বপ্ন প্রভৃতি অবস্থা সকলই কেবল আমারদের জীবনের পরিচায়ক নহে, এই সকল অবস্থাতে যদি আমরা ঈশ্বরের সহিত যোগযুক্ত হইয়া না থাকিতে পারি, তিনি যদি আমারদের দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের বিষয় না হয়েন, তাহা হইলেই আমরা প্রকৃত-রূপেই মৃত।

"গচ্ছতস্তিষ্ঠতোবাপি জাগ্রতঃ স্বপতোপি বা।
ন বিচারপরং চেতোযস্যাসৌ মৃত উচ্যতে"॥

পূর্ণ একবৎসর কাল তো সন্-সন্-বেগে আমারদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল, কেবল এই উপস্থিত রজনী-মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। অতএব এই অল্প-কাল-মধ্যেই একবার সকলে স্থির চিত্ত হইয়া আলোচনা করিয়া দেখ দেখি, যে আমরা মৃত্যু কি অমৃতের অধিকারী হইয়াছি? এই রূপ আত্ম-জিজ্ঞাসা—আত্মানুসন্ধানের অভাবে কত সময়ে কত-বারই আমারদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এমনই মোহান্ধ জীব, যে বিঘ্ন-বিপত্তি উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে কিছুতেই সতর্ক বা সাবধান হই না। বিপন্ন হইলেই আমারদের জ্ঞান-চৈতন্যের উদ্রেক হয়। তখন ভয়-তাপে, চিন্তা-উদ্বেগে আমারদের চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে। আজিকার এই বর্ষ-শেষ-রজনীই যদি আমারদের এখানকার শেষ রজনী হয়, কল্য যদি আমারদিগকে কোন নব-লোকে যাইয়া নববর্ষের সূর্য্যোদয় সন্দর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা সেই দিব্য লোকে যাইবার জন্য যথার্থ প্রস্তুত হইয়াছি কি না, একবার সকলে আলোচনা করিয়া দেখ। এখানকার ধন-সম্পত্তি, বিষয়-বিত্ত কিছুই তো আমারদিগের সঙ্গী হইবে না। এখানকার মান-মর্য্যাদাও আমারদিগকে মৃত্যু-ভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। আমরা যদি সেই অনাদ্যনন্ত নিত্য সত্য মহান্ ঈশ্বরকে জানিতে পারি, তাহা হইলেই মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হই।

"অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।"

এখন আর চিন্তা-জল্পনা, বাগ্‌বিচারের সময় নাই। এখন আইস, সকলে অনন্যমনা হইয়া ঈশ্বরেতে আত্ম-সমর্পণ করি। ব্রহ্ম-সংস্থিত আত্মাকে কে বিচ্যুত করিবে, কে তাহাকে ধ্বংশ করিতে সমর্থ হইবে?

"অনন্যমনসোবিষ্ণৌ কঃ শক্নোতি নিপাতনে।"

হে পরমাত্মন্! সম্বৎসর-কাল-মধ্যে তোমার আদেশ-উপদেশ কতবারই উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তোমার সস্নেহ মধুর আহ্বান কতবারই অবহেলা করিয়া পাপ মলিনতাতে আত্মাকে জঘন্য করিয়া ফেলিয়াছি। এখন তোমার সেবক-উপাসক বলিয়া তোমার সন্নিধানে দণ্ডায়মান হইতে লজ্জা-বোধ হইতেছে। হে করুণাময় পিতা! স্নেহময়ী মাতা! তোমার স্নেহ-করুণা ভিন্ন আমারদের আর গত্যন্তর বা উপায়ান্তর নাই! চতুর্দ্দিকেই ভয়-বিভীষিকা, চতুর্দ্দিকেই মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি দেদীপ্যমান দেখিয়া আর কোথায় পলায়ন করিব! ভয়-প্রাপ্ত শিশু যেমন মাতার ক্রোড়েই ধাবমান হয়, আমরা তেমনি সংসার-সঙ্কটে ভীত হইয়া তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি তোমার অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া আমারদিগের ভয়-ত্রাস বিদূরিত কর। তোমার নিরাপদ অমৃত ক্রোড়ে স্থান দান কর, যে আমরা সুরক্ষিত হই।

বৈদিক আর্য্যসমাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বৈদিক সময়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রের উন্নতিও লক্ষিত হয়। বেদে জল, বায়ু, এবং উদ্ভিজ্জদিগের নানাবিধ আশ্চর্য্য গুণের উল্লেখ আছে। অশ্বিনীকুমারদ্বয় ভৈষজ্যবিদ্যাবিৎ ছিলেন এবং নানা প্রকার ঔষধ জানিতেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ৩৪ সূক্তে ইহাঁদের ঔষধের বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ১২০, ১১৮, প্রভৃতি সূক্ত হইতে জানা যায় যে ইহাঁরা কণ্বকে চক্ষুদান এবং নৃষদকে শ্রবণশক্তি দান করিয়াছিলেন। ইহাঁরা অন্ধত্ব বধিরত্ব প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রতিকার করিতে পারিতেন। রুদ্রদেবকেও স্বাস্থ্যদাতা বলা হইয়াছে। ইহাঁরা প্রথমে মনুষ্য ছিলেন, পরে দেবরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। আমরা দেবতত্ত্ব নামক প্রস্তাবে এবিষয়ে আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিব। বৈদিক কালে বোধ হয় বাত, পিত্ত এবং কফ শরীরস্থ এই তিন ধাতুর সম্যক্ পরীক্ষা হয় নাই, কারণ উহাদের কথা দৃষ্ট হয় না। ঋগ্বেদ সংহিতার নবম মণ্ডলের ১১২ সূক্তে ভিষক এবং চিকিৎসা-প্রণালীর উল্লেখ আছে। আবার প্রথম মণ্ডলের ২৩ সূক্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে আর্য্যগণ সোমদেবের নিকটে শিক্ষা করেন যে জলেতে অমৃত, ঔষধ সমূহ এবং পুষ্টিকারক তেজ আছে। তাঁহারা অবগত ছিলেন যে জলের মধ্যে নানাবিধ ভেষজ নিহিত আছে অর্থাৎ জলে নানা প্রকার ঔষধের গুণ আছে। সোমদেব ওষধি সমূহের ঈশ্বর; সুতরাং ওষধি সকলের Herbs সারনিষ্কর্ষণ পূর্ব্বক যে সমস্ত ভেষজ প্রস্তুত হয় তৎসমুদায় তিনি জ্ঞাত ছিলেন। এই সূক্ত হইতে বলা যাইতে পারে যে আর্য্যসমাজে জলচিকিৎসা ছিল। সমে বিষমচিকিৎসা, সমে সমচিকিৎসা পথ্যচিকিৎসা প্রভৃতিও তাঁহাদের জ্ঞাত ছিল।

বেদের মন্ত্র হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে বৈদিক সময়ে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল। কতকগুলি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বিষয়ক মন্ত্র হইতেও এবিষয়ের অনেক আভাস পাওয়া যায়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই বিষয়ক অনেকগুলি মন্ত্র একত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। সতীদাহ বৈদিক কালে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। নরমেধ-যজ্ঞ বৈদিক সময়ে কখন কখন হইত। ইহা অতি জঘন্য প্রথা বলিয়াই পরবর্ত্তী আর্য্য ঋষিগণ ইহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

বেদমন্ত্র পাঠে অবগতি হয় যে তৎকালে রাজপথে মধ্যে মধ্যে পান্থনিবাস ছিল। এই সকল স্থানে পথিকেরা বিশ্রাম করিত এবং খাদ্যদ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইত। পান্থ-নিবাসকে তখন প্রপথ বলিত। বেদে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত সামগ্রীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মানদণ্ড দ্বারা তৎকালে ভূমি-পরিমাণ (জরিপ) হইত এরূপ কোন কোন মন্ত্র হইতে উপলব্ধি হয়। একস্থলে দেখিতে পাই অগস্ত্য ঋষি ইন্দ্রকে রাজ্যের শাসন-প্রণালী বিষয়ে নানা কথা বলিতেছেন। অন্য স্থলে দেখি রাজদূতেরা ইতস্ততঃ বার্ত্তা বহন করিতেছে। বেদমধ্যে ব্যবস্থা শাস্ত্রের কথাও দেখা যায়। সকলের ধনাধিকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য ব্যবস্থার বিশেষ জ্ঞান ছিল। পুত্র ধনের অধিকারী, কারণ তাহার কর্ম্ম দ্বারা পিতামাতার সুখ লাভ হয় এবং ধন সম্পত্তি স্ববংশে বর্ত্তমান থাকে। কন্যা উত্তরাধিকারিণী নহে, যেহেতু বিবাহ দ্বারা তাহার গোত্রান্তর ঘটে এবং সম্পত্তি বংশান্তরগামিনী হয়।

পুত্রের অভাবে কন্যার পুত্র অর্থাৎ দৌহিত্র অধিকারী। ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার সম্বন্ধেও সুশৃঙ্খলা ছিল। জ্ঞান পূর্ব্বক ক্রয় বিক্রয় অপরিবর্ত্তনীয় (পাকা) বলিয়া গণ্য হইত। একবার কোন দ্রব্যের কোন মূল্য দান বা গ্রহণ হইলে, উহা আর ফিরিত না। ক্রয় বিক্রয় স্থির না থাকিলে সমাজে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটে। ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবহারে মুদ্রার প্রচলন ছিল। বেদে সুবর্ণ, নিষ্ক, পল, কপর্দ্দক প্রভৃতি মুদ্রার উল্লেখ আছে। সভ্যসমাজ মুদ্রা ব্যতীত চলিতে পারে না। মুদ্রা বিনিময়ের দ্বার-স্বরূপ। অসভ্য অবস্থা হইতে সভ্য অবস্থায় উন্নতির অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে মুদ্রাব্যবহার একটি প্রধান লক্ষণ। সভ্যসমাজ কোন বিনিময়-দ্বারের বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করিয়া থাকে। তখন কোন প্রকার বিনিময়-দ্বার সকলে মনোনীত করে এবং উহাই মুদ্রা বলিয়া প্রচলিত হয়। ইহা না থাকিলে সকল প্রকার ক্রয় বিক্রয় অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে এবং কোন ব্যবসায়েরই উন্নতি হয় না। বিনিময়-দ্বার একবিধ থাকাই ভাল, দ্বিবিধ থাকিলে অনেক সময়ে গোলযোগ হইতে পারে। আমরা দুই তিন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকিতে আপত্তি করি না। কিন্তু উহাদের মধ্যে একটী প্রধান হওয়া উচিত এবং অপরাপর গুলির তদনুসারে মূল্য নির্দ্দিষ্ট থাকা উচিত। যদি স্বর্ণ-মুদ্রা, রৌপ্য-মুদ্রা এবং তাম্রমুদ্রা প্রচলিত হয়, তবে প্রত্যেকেই প্রধান থাকিলে গোলমাল হইবে। স্বর্ণই প্রধান রহিবে এবং অন্যান্য মুদ্রার মূল্য ইহার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির অনুসারিক হইবে। অর্থাৎ এরূপ একটা স্থির থাকা উচিত যে স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা এতগুণ অধিক এবং রৌপ্য-মুদ্রা তাম্রমুদ্রা অপেক্ষা এতগুণ অধিক হইবে। এরূপ হইলে ইহাদের মধ্যে অনুপাত স্থির থাকিবে এবং তাহা হইলে আর মুদ্রার মূল্য লইয়া গোলযোগ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বল্প দান বা গ্রহণ, ক্রয় বা বিক্রয়ের নিমিত্ত ক্ষুদ্র অর্থাৎ অল্প মূল্যের মুদ্রার প্রয়োজন। অতএব ক্ষুদ্র মুদ্রা না থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না। মুদ্রার প্রচলন সভ্য সমাজে ভিন্ন হয় না। আর্য্য সমাজেও স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতির মুদ্রা প্রচলিত ছিল। বেদে ভূরি ভূরি স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইহা সভ্যতার একটী বিশেষ পরিচায়ক।

বৈদিক সময়ে সকলই ভাল ছিল এবং কিছুই মন্দ ছিল না এমন কথা আমরা বলি না। সভ্য সমাজে যে সকল পাপ প্রভৃত পরিমাণে দৃষ্ট হয়, আর্য্য সমাজেও তাহার অসদ্ভাব ছিল না। বারবনিতা, গূঢ় জন্ম, তস্কর, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতির বহুত্র উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ৪১ সূক্তে দ্যূতকর এবং দ্যূতক্রীড়ার কথা আছে এবং দশম মণ্ডলের ৩৪ এবং ৮৭ সূক্তে দ্যূতক্রীড়া অত্যন্ত বিগর্হিত বলিয়া নিন্দিত হইয়াছে। উত্তমর্ণ এবং অধমর্ণদিগকে অনেক স্থলে সাবধান করা হইয়াছে এবং ঋণ-বাহুল্যে যে কিরূপ দুরবস্থা ঘটে তাহারও উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৮ সূক্ত পাঠ করিলে এ বিষয়ে বিশেষ আলোক পাওয়া যায়। এবম্বিধ সভ্য-সমাজ-পরিচিত অন্যান্য পাপ ও ব্যসনের প্রাদুর্ভাব ঋষিরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ইহা সকল সভ্যসমাজেই আছে, সুতরাং আমাদের বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই।

আর্য্যদিগের সমাজ-বন্ধনের প্রধান সাধন ধর্ম্ম। যৎকালে তাঁহারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং পঞ্চনদ প্রদেশে উপ-

নিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক স্বাধিকার বিস্তার করেন, তৎকালে তাঁহারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান ছিলেন। ধর্ম্মই তখন তাঁহাদের একতার মূল মন্ত্র ছিল এবং এক ধর্ম্ম দ্বারাই তাঁহারা একতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়া সমাজের তাদৃশ উন্নতিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা তৎকালে সকলেই একধর্ম্মের মতাবলম্বী এবং একধর্ম্মে বিশ্বাসী ছিলেন। যে কেহ তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্মের উপর অত্যাচার বা ধর্ম্মকার্য্যের ব্যাঘাত করিত, তাঁহারা একত্র মিলিত হইয়া তাহাকে দমন করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতার বহুত্র তাঁহারা দস্যু, রাক্ষস প্রভৃতিকে অযজ্বা, অব্রত, অধার্ম্মিক বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কোন জাতির একতা-সাধনের যে সকল উপায় আছে, তন্মধ্যে ধর্ম্মবন্ধন একটী উৎকৃষ্ট উপায়। আর্য্যজাতি ধর্ম্ম-গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং যাহাতে ধর্ম্মের মহিমা-বৃদ্ধি হয় তৎপক্ষে বিশেষ যত্নশীল হইতেন। আর্য্য-হৃদয় ধর্ম্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ ছিল। ধর্ম্মভাব আর্য্য-হৃদয়ের প্রাণসম প্রিয় রত্ন ছিল। আর্য্যগণ সর্ব্বদা ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেন। তাঁহাদের শারীরিক এবং মানসিক সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্ম-প্রধান, ধর্ম্মভাব-সম্পৃক্ত ছিল। পরমাত্মচিন্তন তাঁহাদের হৃদয়ের অন্যতম প্রধান কার্য্য ছিল। উপনিষৎ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল ইহার ফল। ঋষিরা অনেক সময় সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব প্রভৃতি চিন্তা করিতে ব্যয়িত করিতেন। ধর্ম্মানুশাসনে তাঁহাদের সমাজ এমন কি তাঁহাদের দৈনিক জীবন পর্য্যন্ত শাসিত হইত। তাঁহাদের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, পদ্ধতি, সমস্তই ধর্ম্মভাব-প্রধান ছিল। শাসন-প্রণালী, ব্যক্তিগত-সত্ত্ব-স্থাপন গার্হস্থ্য জীবন, ব্যবস্থা প্রকটন এবং সামাজিক সমস্ত কার্য্যই ধর্ম্মানুসারে অনুষ্ঠিত হইত। আর্য্যসমাজে এরূপ কোন কার্য্য ছিল না যাহা ধর্ম্মভাব-বিরহিত। ধর্ম্মই তাঁহাদের একতার মূল কারণ ছিল। একতা না থাকিলে কোন জাতিরই উন্নতি হইতে পারে না। আজকাল ভারতীয় আর্য্যগণ যদি বৈদিক সময়ের এই সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং তৎসাধনে সযত্ন হয়েন তাহা হইলে প্রভূত সুফল ফলিতে পারে। আজ কাল ভারতে একতাস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। এই সঙ্গে যদি ধর্ম্মবিষয়ে ঐক্য-সম্পাদনের উদ্যোগ করা যায় তাহা হইলে অচিরাৎ ভারতের উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু ইহার প্রতি কাহারও মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ কি কি কারণে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় বিশেষ রূপে অনুসন্ধান করা আমাদের নিতান্ত উচিত। এই জন্যই আমরা প্রস্তাবের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে, যৎকালে কোন জাতি অত্যন্ত অবনত এবং অধোগত হইয়া পড়ে তৎকালে উহার পূর্ব্বকালীন অবস্থার প্রতি দৃষ্টি এবং তাহার আলোচনাই উহার উন্নতির একমাত্র উপায়। বেদমধ্যে আমরা বহুসংখ্যক রাজা বা অধিপতির নাম দেখিতে পাই। ইহাঁরাই আর্য্যাধিকারের অন্তর্ভূত প্রদেশ সমূহ শাসন করিতেন। যোধজাতির সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তখন আর্য্য-সমাজে জাতিভেদ হয় নাই, ব্যবসায় ভেদ ছিল। রাজারা রাজ-ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতেন। দুষ্টদিগকে দণ্ডপ্রদান এবং তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার নিবারণ করিয়া তাঁহারা সকলের অর্চ্চনীয় হইতেন। মন্ত্রণা করণার্থ তাঁহাদের মন্ত্রী ছিল এবং রাজ্য-সংক্রান্ত বিবিধ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত নানা কার্য্য-সচিব থাকিত। ন্যায়পথানুসরণ

এবং সদ্বিচার দ্বারা তাঁহারা প্রজাদের বিশেষ ভক্তিভাজন হইতেন এবং সকলেই তাঁহাদিগকে দেবানুগৃহীত বলিয়া বিবেচনা করিত। ধনাধিকার, সামান্য চুক্তি, ক্রয়-বিক্রয়-ব্যবহার প্রভৃতির সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

বৈদিক আর্য্য-সমাজের নৈতিক উন্নতি প্রভূত পরিমাণে হইয়াছিল। সামাজিক নীতির প্রতি তাঁহাদের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। মিথ্যাবাদিতা এবং পাপকে সকলেই ঘৃণা করিত। অনুতাপ দ্বারা তাঁহারা অনেক সময় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেন। প্রত্যেক পাপ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভূয়োভূয়ঃ দেবতাদিগকে প্রার্থনা করিতেন। ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলের ২৪ সূক্তে বরুণদেবের প্রসাদ ও অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। এই সূক্তের এক স্থলে শুনঃশেপ ঋষি বলিতেছেন "হে বরুণদেব, আপনি আমাদিগের অনিষ্টকারী পাপদেবতাকে পরাঙ্মুখ করিয়া দূর করুন এবং আমাদিগের কৃত পাপ নষ্ট করুন।" পুনর্ব্বার ৩৮ সূক্তে লিখিত আছে "হে মরুদ্দেব সকল, আপনাদিগের অনুগ্রহে অতি প্রবল নির্ঋতি অর্থাৎ পাপদেবতা যেন আমাদিগকে বধ করিতে না পারে। এই পাপ-দেবতাকে দমন করা আমাদের অসাধ্য। ইহা আমাদিগকে কুবুদ্ধি প্রদান এবং আমাদের হৃদয়ে দুষ্ট বাসনা উৎপাদন করে। অতএব এই অজেয় পাপদেবতা আমাদের দুষ্ট বাসনা ও দুর্ব্বুদ্ধির সহিত যাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত হয় তাহা করুন।" সায়ণাচার্য্য কখন কখন নির্ঋতি-দেবতাকে রাক্ষস জাতির দেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং কখন পাপদেবতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। আবার ৫৭ সূক্তে যজমানকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্নিদেবকে প্রার্থনা করা হইয়াছে, এবং অগ্নিদেবকে অনিষ্ট-নিবারক কবচ-স্বরূপ হইয়া যজমানের পাপ-প্রবৃত্তি নিরাকরণ করিতে বলা হইয়াছে। এই প্রকার ভূরি ভূরি স্থল ঋগ্বেদসংহিতা হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আর্য্যগণ ধর্ম্ম-পথ হইতে বিচলিত হইতে অতিশয় ভয় করিতেন এবং কি প্রকারে আত্ম-জীবন বিশুদ্ধ নীতিময় করিবেন তদ্বিষয়ে সযত্ন হইতেন। ধর্ম্ম এবং নীতি পরস্পর নিত্য-সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বৈদিক কালে আর্য্যগণ ধার্ম্মিক এবং নীতিমান্ ছিলেন। অধর্ম্ম এবং দুর্নীতি তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইত না। ধর্ম্ম এবং নীতির বলে প্রবল হইয়া তাঁহারা আর্য্য-সমাজের তাদৃশ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। আমরা পর-প্রস্তাবে বৈদিক আর্য্য-সমাজের সভ্যতার স্বরূপ এবং অন্যান্য দেশীয় সভ্যতা হইতে ইহার প্রভেদ বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

রাজনীতি।

দানবরাজ বলি জিজ্ঞাসিলেন, তাত! ক্ষমা না তেজ আশ্রয় করা উচিত? প্রহ্লাদ কহিলেন, বৎস! নিরবচ্ছিন্ন তেজ আশ্রয় করিয়া থাকাও উচিত নয় এবং নিরবচ্ছিন্ন ক্ষমা অবলম্বন করিয়া থাকাও শ্রেয় নয়। যিনি নিয়ত ক্ষমাশীল তাঁহার অনেক অনিষ্ট হইয়া থাকে। আশ্রিত ভৃত্য এবং শত্রু ও উদাসীন ব্যক্তিও তাঁহাকে পরাভব করিবার চেষ্টা পায়, এবং কেহই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে না, এই জন্য পণ্ডিতেরা নিয়ত ক্ষমাশীল হওয়া দোষাবহ জ্ঞান করিয়া থাকেন। আরও দেখ, ভৃত্যেরা ঐ নির্ব্বোধ প্রভুকে অবজ্ঞা করিয়া চৌর্য্যাদি দোষে লিপ্ত হয়, তাঁহার নিকট প্রায়ই প্রার্থনা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে এবং তাঁহার আদিষ্ট দেয়ও

অন্যকে দেয় না। অবজ্ঞা মৃত্যু অপেক্ষাও অধিক, কিন্তু ভৃত্যেরা উহাকে পদে পদে অবজ্ঞা ও অবমাননা করিয়া থাকে এবং তাঁহার ভার্য্যা প্রশ্রয় পাইয়া স্বৈরচারিণী হয়। বৎস! যে ব্যক্তি কেবল ক্ষমা আশ্রয় করে তাহার এই এই দোষ, এক্ষণে যে নিরন্তর তেজের উপর থাকে তাহারও দোষের উল্লেখ করিতেছি শুন।

যে ব্যক্তি প্রকৃত বা অপ্রকৃত অবসরেই হউক ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডবিধান করে তাহার অচিরাৎ মিত্রবিরোধ জন্মে, আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করে, তাহাকে তিরস্কার, অনাদর, সন্তাপ, গ্লানি, মোহ ও শত্রুতা সংগ্রহ করিতে হয় এবং সে শীঘ্রই ধন প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি নিত্য অতিমাত্র তেজীয়ান লোকে গৃহান্তর্গত সর্পবৎ তাহাকে ভয় করে। যাহাকে দেখিলে সর্ব্বদা ভয় হয় এই পৃথিবীতে তাহার শ্রেয় কোথায়? লোকে তাহার রন্ধ্র পাইলেই অপকার করে; অতএব নিয়ত তেজস্বী এবং নিয়ত মৃদু হওয়াও ভাল নয়, কিন্তু আবশ্যক হইলে কখন তেজ কখন বা মৃদুতা আশ্রয় করিবে। ফলতঃ যিনি সময়ে তেজস্বী ও সময়ে মৃদু হন তাঁহার ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ হয়।

বৎস! এক্ষণে কিরূপ স্থলে ক্ষমা করিতে হইবে আমি তাহাও বলিতেছি শুন। যে তোমার পূর্ব্বোপকারী গুরুতর অপরাধেও তাহাকে ক্ষমা করিবে। যে আশ্রিত ভৃত্য তাহার নির্বুদ্ধিতাকৃত অপরাধ ক্ষমা করা উচিত; কারণ পাণ্ডিত্য সকলের পক্ষে সুলভ হয় না, কিন্তু যাহারা বুদ্ধি পূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহা স্বীয় বুদ্ধি-দোষ বলিয়া বুঝাইতে চায় সেই সমস্ত পাপাত্মা শঠকে অল্প অপরাধেও বিশেষ দণ্ড করিবে। প্রত্যেকের প্রথম অপরাধ মার্জনীয় কিন্তু বারান্তরে অপরাধ সামান্য হইলেও দণ্ডবিধান আবশ্যক। যদি কেহ বিশেষ না জানিয়া কোন অপরাধ করে তাহা হইলে অগ্রে তাহার তথ্য জানিবে এবং বাস্তব অজ্ঞানকৃত হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিবে। দেখ মৃদুতা দ্বারা দারুণকে এবং মৃদুতা দ্বারা অদারুণকে বশীভূত করা যায়, জগতে মৃদুতার অসাধ্য কিছুই নাই, সুতরাং মৃদুতাই যার পর নাই তীব্র।

মহাভারত বনপর্ব্ব।

বঙ্গভাষায় বিজ্ঞান।

স্বদেশকে ভাল বাসে না এবং স্বদেশের উন্নতি কামনা করে না আজ কাল শিক্ষিতদলে এরূপ লোক অতি বিরল। এখন অনেকে বক্তা হইয়া দেশস্থ লোকদিগকে স্বদেশের উন্নতির জন্য উত্তেজিত করিতেছেন— অনেকে গ্রন্থকার হইয়া নিশীথে অতিনিভৃতে দেশোন্নতির উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন— অনেকে পত্র-সম্পাদক হইয়া এই দেশোন্নতিরই জন্য দীর্ঘ দীর্ঘ প্রস্তাবে পত্র পূর্ণ করিতেছেন। ফলত এতদ্দেশে যত শিক্ষা প্রচার হইতেছে ততই লোকের দেশাবচ্ছিন্ন দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেছে এবং কিসে তাহা দূর হয় তজ্জন্য অনেকের একটা আন্তরিক ব্যাঙ্গলতা উপস্থিত হইতেছে। ইহা অবশ্য একটী শুভ লক্ষণ কিন্তু যাহাতে স্বদেশের অর্থকৃচ্ছ্রতা নষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে অনেকেরই ঔদাসীন্য। এক্ষণে কতকগুলি অনাবশ্যক সমাজসংস্কার লইয়াই সুশিক্ষিত দল ব্যতিব্যস্ত, আমরা সেগুলি চাই না; কিন্তু আজ কাল অনেক ভদ্র সন্তান অর্থাভাবে ছিন্ন-বসনে অনসনে দিবানিশি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উত্তান নয়নে

হাহাকার করিতেছে আমরা তাহা ঘুচাইতে চাই।

এখন ত এই অর্থ-কষ্ট, ইহার যে অবসান হইবে তাহারও ত কোন সম্ভাবনা দেখিতে পাই না। চাকরীই এদেশীয় ভদ্রলোকের প্রধান জীবিকা, তাহাও আবার প্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন অধিক হওয়াতে ক্রমশঃ অসুলভ হইয়া উঠিতেছে। এখন প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবার ভবিষ্যৎ-চিন্তায় আকুল ও অবসন্ন। এরূপ অবস্থায় স্বাধীন ভাবে জীবিকা লাভ শিক্ষা না করিলে লোকের আর কিছুতেই শ্রেয় নাই। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে যে আমাদের এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য।

সাধারণ্যে শিক্ষাপ্রচারই দেশের দুরবস্থা দূর করিবার প্রধান উপায়, কিন্তু এই শিক্ষা বুদ্ধিপ্রধান হওয়া আবশ্যক। যাহাতে বুদ্ধিবৃত্তি নানা-বিষয়-ব্যাপিনী হইয়া বাহ্য প্রকৃতির সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আয়ত্ত করিতে পারে এক্ষণে সেই শিক্ষা হওয়া আবশ্যক। এই রূপ শিক্ষাই বিজ্ঞান-শিক্ষা। ইওরোপের কোন কোন জাতি যে পার্থিব মান-সম্ভ্রমের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে বিজ্ঞানের বহুল চর্চ্চাই তাহার প্রধান কারণ। আমরা অবশ্য অস্বাধীন জাতি, তন্নিবন্ধন অনেক আশা আমাদের চরিতার্থ না হইবারই কথা কিন্তু দেশ-হিতকর এমন অনেক কার্য্য আছে যাহা আমরা এই হীন অস্বাধীন অবস্থাতেও সম্পাদন করিতে পারি, ইহাই এই বিজ্ঞান-চর্চ্চা। এতদ্ব্যতীত দেশাবচ্ছেদে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে পারে না। এখন নানাস্থানে অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে সত্য কিন্তু তাহাতে আজও এমন শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, যদ্দ্বারা বুদ্ধির একটা প্রকৃত শিক্ষা হয় এবং সেই শিক্ষার বলে লোক স্বাধীন ভাবে জীবিকা-সংস্থান করিতে পারে। বর্ত্তমানে যেরূপ শিক্ষা হইতেছে তদ্দ্বারা কেবল মসিজীবির দলই বাড়িতেছে; এখন যাহাতে কৃষিজীবি, যন্ত্রজীবি ও শিল্পজীবির দলপুষ্টি হয় এরূপ শিক্ষা আবশ্যক।

সত্য বটে এখন কিছু কিছু বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইতেছে কিন্তু তাহা ইংরাজী ভাষায়। এবং যে যে বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যাপনা হয় সর্ব্বসাধারণে ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া তাহার ফল পাইতে পারেন না। আরও একটা কথা এই যে, যে অল্পসংখ্য লোকের মধ্যে বিজ্ঞানের অনুশীলন হইতেছে তাঁহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক। তাঁহারা বিজ্ঞানের জ্ঞানটুকু মাত্র আয়ত্ত করিলেন কিন্তু সেই জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিয়া কি পরিমাণে যে স্বদেশের উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে উদাসীন। কিন্তু বিজ্ঞান যাহাদের জীবিকার উপায় হইবে সেই শ্রমজীবিদিগের মধ্যে যত দিন ইহার বিশেষ চর্চ্চা না হইতেছে তত দিন ইহা দ্বারা এতদ্দেশের কোনও উপকার দর্শিতেছে না। অতএব যে উপায়ে বিজ্ঞান সেই শ্রমজীবিশ্রেণীতে প্রবেশাধিকার পায় তজ্জন্য সাধারণের যত্ন ও চেষ্টা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। শিল্পশাস্ত্র বিজ্ঞান হইতে প্রসূত। বিজ্ঞান ব্যতীত শিল্পের উন্নতি হয় না। এক্ষণে এই বিজ্ঞান ও শিল্প গ্রন্থের নানা বিভাগ ভূরি পরিমাণে অনুবাদিত হউক। বিজ্ঞান ও শিল্পের নানা বিভাগ অনুবাদিত ও প্রচারিত হইলে সকল লোকেরই সুবিধা হইতে পারিবে। এ দেশে যখন জাতিভেদ বদ্ধমূল তখন কার্য্যভেদও বহুকাল থাকিবার সম্ভাবনা। একজন উচ্চ জাতীয় হয়ত কৃষিকার্য্য না করিতে পারেন কিন্তু তিনি হয় ত শিল্পের সাহায্য লইতে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমরা বলি যাঁহারা

উচ্চ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-চর্চ্চা করিতেছেন তাঁহারা দেশীয় ভাষায় সেই সমস্ত গ্রন্থের অনুবাদ করুন। আর সেই সমস্ত গ্রন্থ নিম্নতম বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থ হউক, তাহা হইলে ক্রমশঃ বিজ্ঞান-তত্ত্ব সাধারণের মধ্যে প্রচার হইতে থাকিবে এবং দেশীয় উচ্চ ও নীচ সকল শ্রেণীর লোক রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে নানা রূপ বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ের সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি করিয়া লইতে পারিবে।

এক সময়ে এতদ্দেশে বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি হইতেছিল, নানা কারণে তাহা বিঘ্নোপহত হইয়াছে। এক্ষণে আবার সেই বিজ্ঞান ও শিল্পকে সজীব করিয়া তুলিতে হইবে। এই সজীবতা-প্রদানে আমাদের উপায় ও আশাও আছে। আপাতত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল অনুবাদিত হইয়া জনসমাজে প্রচারিত হউক। ইহা দ্বারা লোকের কার্য্য-কারণ-জ্ঞান জন্মিবে, স্বাধীন বিন্তার উদ্রেক করিবে, এবং নানা বিষয়ক অনুসন্ধান বৃদ্ধি পাইবে। কিছু কাল পরে এমন একটি সময় আশা সম্ভব যখন লোকের বুদ্ধিবিদ্যা বৈজ্ঞানিক নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে সমর্থ হইতে পারে। তখন আমরা বিজ্ঞান ও শিল্পের সজীবতা বা একটা স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাইব। আর সেই সময়টি না আইলেও আমরা সামাজিক অবস্থার প্রকৃষ্ট রূপ উন্নতি করিয়া লইতে পারিব না। কারণ, বিজ্ঞানের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি ব্যতীত কোন দেশের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই এবং হইতেও পারে না।

এক্ষণে অনুবাদের বিষয় বিবেচ্য। বিজ্ঞানের অনুবাদে একটু বিশেষ সাবধানতা চাই। বিজ্ঞানের ভাষা যত সহজ ও সরল হইবে ততই ভাল। এমন কি এদেশীয় নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীপুরুষ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের এইরূপ ভাষা হওয়া চাই। এখন যে দুই এক খানি বিজ্ঞান-সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা নিম্নশ্রেণীর লোকে দন্তস্ফুট করিতে পারে না এবং অনুবাদকেরা নূতন নূতন কথা সঙ্কলন করিতে গিয়া ভাষা এমন দুর্বোধ ও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন যে অশিক্ষিত নিম্নতম শ্রেণী কেন শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোকও তাহা সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারেন না। এরূপ পুস্তকে জনসমাজের কোনও উপকার নাই।

আমরা উপসংহারে সুপণ্ডিত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে একটি কথা বলি। বর্ত্তমানে তিনিই বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক সভায় যে সমস্ত উপদেশ দেওয়া হয় সেগুলি ইংরাজী ভাষায় হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের যে উপকার দর্শিবে আমরা কিছুতে এরূপ বিবেচনা করি না। আমরা বলি তিনি এই বিষয়ে বঙ্গ ভাষাকে আশ্রয় করুন এবং যাহাতে সর্ব্বসাধারণে বুঝিতে পারে ভাষাকে এইরূপ বোধসুলভ করিয়া বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করিতে থাকুন। ইহা দ্বারা আমাদের দেশের শ্রী ফিরিবে এবং তিনিও এই মহোপকার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন।

স্বাধীন চিন্তা।

Be the thing that God hath made you
Channel for no borrow'd stream;
He hath lent you mind and conscience.
See, you walk in their beam.

ঈশ্বর সকল মনুষ্যকেই সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন রূপে চিন্তা করিবার শ্রেষ্ঠ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। সকলেই স্বাধীন রূপে চিন্তা করে এবং কেহ কাহারও স্বাধীন

রূপে চিন্তা করিবার অধিকার অপহরণ না করে ইহা তাঁহার অভিপ্রায়। স্বাধীন রূপে চিন্তা করা প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে অতীব শুভ-ফল-দায়ক। কোন এক জাতিতে স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তি থাকা সেই জাতির উন্নতির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কেবল পরম্পরাগত প্রথানুসারে চলিলে কোন জাতিই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। যে জাতির লোকেরা স্বাধীন হইয়া চিন্তা ও কার্য্য করে না সে জাতি যাহাতে পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইতে পারে কোন কালে এরূপ কোন মহৎ ও শ্রেষ্ঠ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। যে জাতির মধ্যে যত অধিক স্বাধীন-চিন্তা-শীল ব্যক্তি উদিত হয়, সেই জাতি তত শীঘ্র উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। মানব-জাতি বর্ত্তমান সময়ে যে উন্নতি-মঞ্চে আরোহণ করিয়াছে তাহা প্রধানতঃ কতকগুলি অসাধারণ স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তির কার্য্য-কলাপের গুণে।

যে দেশের লোকেরা তেজস্বী স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন নহে সে দেশ কি ধর্ম্ম, কি রাজ-নীতি, কি বিজ্ঞান, কি সমাজ, কি শিক্ষা, কি সাহিত্য কোন বিষয়েই উন্নত হইতে সমর্থ হয় না। ইতিহাস সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করিয়া দিতেছে যে একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশ এই সকল বিষয়ে যে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা কেবল কতকগুলি উজ্জ্বল-স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তির কার্য্য-কলাপ-প্রভাবে। ভারতবর্ষে উপনিষদকার, পারস্য দেশে জরদস্ত, চীনদেশে কন্‌ফুজি, পেলেষ্টাইনে খ্রীষ্ট, আরবদেশে মহম্মদ, এবং জার্ম্মেনি রাজ্যে লুথার যদ্যপি উদিত হইয়া এবং স্বাধী-নচিন্তা-প্রণোদিত হইয়া স্বস্ব দেশে প্রচলিত ধর্ম্মাপেক্ষা বিশুদ্ধতর ধর্ম্মমত প্রচার না করিতেন তাহা হইলে অদ্যাপি সমস্ত মানবজাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অবস্থা অতি নিকৃষ্ট থাকিত। এই শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গ-দেশে যদ্যপি মহাত্মা রামমোহন রায় স্বাধীন ভাব পরিচালনা করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা না করিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অবস্থা যে কতদূর অবনত হইত তাহা বলা যায় না। যদ্যপি ইংলণ্ডে মায়াচার্টার প্রবর্ত্তকেরা, হ্যাম্প্‌ডেন, পিম্‌, ফক্‌স, সার সামুএল রমিলি, হালিফাক্‌স, সণ্ডারলেণ্ড, পীট, লর্ড গ্রে প্রভৃতি স্বাধীন-চিন্তা-শীল রাজনীতিজ্ঞেরা ইংরাজ জাতির ইতিহাসের প্রাথমিক কাল হইতে উদিত না হইতেন তাহা হইলে তথায় এক্ষণে রাজ্য-শাসনের যে উৎকৃষ্ট ও সুন্দর নিয়ম সকল প্রচলিত হইয়াছে তাহা কদাপি হইতে পারিত না। যদ্যপি ওয়াসিংটন ও ফ্রাঙ্ক-লিনের ন্যায় অসাধারণ তেজস্বী স্বাধীনমনা রাজনীতিজ্ঞ আমেরিকায় জন্ম গ্রহণ না করি-তেন তাহা হইলে আজ আমেরিকাবাসীরা রাজ্য-শাসন-প্রণালীতে কখনই বর্ত্তমান সম-য়ের ন্যায় উন্নত হইতে পারিত না। ফ্রান্স রাজ্যে যদ্যপি বল্‌তেয়ার, রুসো, লাফায়েৎ, টিয়ার্স, গেম্বেটা প্রভৃতি স্বাধীন-চিন্তাশীল রাজনীতিজ্ঞেরা উদিত না হইতেন তাহা হইলে ফ্রান্স দেশে এক্ষণে রাজতন্ত্র অ-পেক্ষা উৎকৃষ্টতর যে সাধারণ-তন্ত্র-প্রণালী তাহা সংস্থাপিত হইতে পারিত না। ইটা-লীতে যদ্যপি স্বাধীন-চিন্তাশীল গেলি-লিও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া সৌরজগৎ, পৃথিবীর আকার ও গতি সম্বন্ধে অভিনব বৈজ্ঞানিক সত্য সকল প্রচার না করিতেন, ইংলণ্ডে যদ্যপি নিউটন স্বাধীন-মতাবলম্বী হইয়া মাধ্যাকর্ষণ ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার না করিতেন, এবং যদ্যপি স্বাধীন-ভাবানুবর্ত্তী হইয়া হার্বি শারীর তত্ত্ববিদ্যার, হম্‌ফ্রি ডেভি, ফারাদে রসায়ন শাস্ত্রের, হার্শেল জ্যোতির্ব্বিদ্যার, সার চার্লস

লায়েল ভূতত্ত্ববিদ্যার, এবং ইউরোপীয় নানা বৈজ্ঞানিক নানা বিজ্ঞানের নানা সত্য আবিষ্কার না করিতেন, তাহা হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বিজ্ঞান যেরূপ উন্নত ও পরিপুষ্ট হইয়াছে সেরূপ হইতে পারিত না। স্বাধীনমনা রাজা রামমোহন রায় যদ্যপি আমাদিগের দেশের সহমরণ-প্রথা ও অন্যান্য সামাজিক কুরীতি দূর না করিতেন তাহা হইলে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা এক্ষণে যতটুকু উন্নত হইয়াছে, ততটুকুও উন্নত হইত না। ইংলণ্ডে যদ্যপি উইলবারফোর্স ও টমাস ক্লার্কসন এবং আমেরিকায় যদ্যপি প্রেসিডেণ্ট লিনকন প্রভৃতি মহান-স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ উদিত হইয়া ক্রীতদাস-প্রথা পৃথিবী হইতে একপ্রকার উৎসন্ন না করিতেন তাহা হইলে আজ সমস্ত পৃথিবীতে ঐ কুপ্রথা প্রচলিত হইয়া মানব-সমাজকে কতদূর অবনত ও নীচগামী করিত তাহা ভাবিলে হৃদয়ে শঙ্কার উদয় হয়। ইংলণ্ডে জোসেফ লাঙ্কাষ্টর ও উইলডারস্পিন, জার্ম্মেনিতে পেষ্টালজি এবং সুইজারলাণ্ডে ফেলেনবার্গ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যদ্যপি আপনাদিগের স্বাধীন-চিন্তা-সম্ভূত অভিনব শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত না করিতেন তাহা হইলে বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ও আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে শিক্ষা-প্রণালী যতদূর উন্নত হইয়াছে ততদূর উন্নত হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। যদ্যপি জার্ম্মেনিতে গেটে, ইতালীতে দান্তে, ইংলণ্ডে চসার এবং ফ্রান্সে মণ্টেন স্ব স্ব মাতৃভাষায় গ্রাক ও লাটিন হইতে অনুবাদ কিম্বা অনুকরণ-পূর্ণ গ্রন্থ রচনা হইতে গতি ফিরাইয়া দিয়া স্বাধীন-চিন্তা-প্রণোদিত মৌলিক গ্রন্থ সকল রচনার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিতেন, তাহা হইলে ইউরোপীয় সাহিত্য আজকাল যেমন উন্নত হইয়াছে ও উন্নতির দিকে প্রধাবিত হইতেছে সেরূপ হইতে পারিত না।

ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, যে স্বাধীন চিন্তার প্রভাব ব্যতিরেকে কোন জাতি প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না, বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে সেই স্বাধীন চিন্তার প্রায় সম্পূর্ণ অভাব দেখা যাইতেছে। কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান, কি সমাজ, কি শিক্ষা, কি সাহিত্য কোন বিষয় সম্বন্ধেই এক্ষণে বঙ্গবাসীগণকে রীতিমত স্বাধীনরূপে চিন্তা করিতে এবং স্বাধীন মতানুসারে কার্য্য করিতে দেখা যায় না।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে বর্ত্তমান বঙ্গবাসীগণের স্বাধীন-ভাব-শূন্যতা অত্যন্ত শোচনীয়। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গদেশে এরূপ বহুসংখ্যক লোক আছেন যাঁহাদিগের পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপর কিছুমাত্র আস্থা নাই, যাঁহারা পৌত্তলিক ধর্ম্ম ভ্রান্তধর্ম্ম বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, কিন্তু সকল প্রকার পৌত্তলিক ক্রিয়াকলাপে ও পূজায় সম্পূর্ণ যোগ দিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকেরা সমাজ-চ্যুতি-জনিত অপমান আশঙ্কায় এবং আত্মীয় কুটুম্বগণের পীড়ন সহ্য করিবার ভয়ে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদিগের স্বাধীন মত ও স্বাধীন বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করেন না। ইহা অপেক্ষা বাঙ্গবাসীগণের স্বাধীন-ভাব-শূন্যতার অমঙ্গলজনক ফল আর কি হইতে পারে! সামান্য লোকভয়ে কপটধর্ম্মী হওয়া একটি মহাপাপ। এইরূপ হইয়া তাঁহারা আপনাদিগের ধর্ম্মভাব নিস্তেজ ও মলিন করিয়া ফেলিতেছেন এবং জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হইয়া ঈশ্বরের বিপক্ষতাচরণ করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী বঙ্গবাসীগণকে কিয়দংশে স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন দেখা যায় বটে কিন্তু এক্ষণে কতকগুলি ব্রাহ্ম গুরুর উপাসনা

এবং গুরুর চরণে তাঁহাদিগের সমস্ত স্বাধীনতা উৎসর্গ করিয়া আপনাদিগের শোচনীয় স্বাধীন-ভাব-শূন্যতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মতানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিই সম্পূর্ণ রূপে স্বাধীন, কিন্তু ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অপহরণ-প্রথার প্রবেশ, বঙ্গবাসীগণ যে অতি হীন-স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতেছে।

কোন জাতি স্বাধীন হইলে রাজনীতি-সম্বন্ধে যেরূপ স্বাধীন চিন্তা পরিচালনা করিতে পারে, পরাধীন হইলে তদ্রূপ পারে না। আমরা ইংরাজের অধীন, কিন্তু বিদেশীয় রাজার অধীন হইয়াও রাজনীতি-সম্বন্ধে স্বাধীন মত প্রচার করিয়া আমাদিগের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা উন্নত করিবার আমাদের কিঞ্চিৎ ক্ষমতা আছে। ব্যবস্থাপক সভাসমূহে যে সকল দেশীয় ব্যক্তিগণ সভ্য রূপে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহাদিগকে সেই সেই সভার আলোচিত বিষয় সকলে আপনাদিগের স্বাধীন মত প্রদান করিতে প্রায় দেখা যায় না। রাজপুরুষদিগের যাহা মত, তাহা তাঁহাদিগের মতবিরোধী এবং দেশের অশুভকর ও বিপদজনক হইলেও, তাঁহারা রাজপুরুষদিগের অসন্তোষের পাত্র হইবার ভয়ে প্রায় তাঁহাদিগের মতেই মত দেন। ব্যবস্থাপক সভা সমূহের দেশীয় সভ্যগণ যদ্যপি স্বাধীন রূপে চিন্তা করিয়া আপনাদিগের স্বাধীন মত ব্যক্ত করেন তাহা হইলে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা অনেকটা বৃদ্ধি পায়। রাজনীতি-চর্চ্চার জন্য নগরে নগরে রাজনৈতিক সভা সংস্থাপন করিয়া রাজনীতি-সম্বন্ধে বঙ্গবাসীদিগকে স্বাধীনরূপে চিন্তা করিতে উৎসাহিত ও প্রবৃত্ত করা আমাদিগের দেশের রাজনৈতিক উন্নতি সংসাধনের আর একটি উপায়। বর্ত্তমান সময়ে এরূপ রাজনৈতিক সভার সংখ্যা অতি বিরল।

বিজ্ঞান-চর্চ্চা বিষয়ে বাঙ্গালীদিগকে স্বাধীন-ভাব-সম্পন্ন দেখা যায় না। সভ্য ও উন্নত জাতি হইতে গেলে বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞান ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের স্বাধীন চর্চ্চা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এ পর্য্যন্ত দুই চারি জন ব্যতীত কোন বঙ্গবাসীকে স্বাধীন রূপে বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিয়া বৈজ্ঞানিক সত্য সকল আবিষ্কার করিতে সমুৎসুক দেখা যায় না।

সমাজ-সম্বন্ধেও বঙ্গবাসীরা স্বাধীন-ভাব-শূন্য। এক্ষণে বঙ্গসমাজে যে সকল কুরীতি ও কুপ্রথা প্রচলিত আছে, এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা ঐ সকল রীতি ও প্রথা দুর্নীতিজনক জানিয়া ও বিশ্বাস করিয়াও উহার অনুসরণ ও অনুমোদন করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। ইহা তাঁহাদিগের স্বাধীন ভাবের বিশেষ অভাব এবং সামাজিক উন্নতির প্রতি গভীর উদাসীনতা প্রকাশ করিতেছে। যিনি যে সামাজিক কুরীতির অশুভ ফল দর্শন কিম্বা উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহার সেই কুরীতির কোন প্রকারে অনুসরণ কিম্বা অনুমোদন না করা এবং উহা সমাজ হইতে যাহাতে শীঘ্র অপনোদিত হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা অত্যন্ত উচিত। মত ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কার্য্য করা আমাদিগের মানসিক দৌর্ব্বল্যের ও ভীরুতার পরিচয় প্রদান করে এবং আমাদিগকে কপটতা-দোষে দোষী করে। কপটতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে আমাদিগের স্বাধীন মত ও স্বাধীন বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য না করিলে বঙ্গসমাজের উন্নতি হওয়া সুকঠিন হইবে।

শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধেও বঙ্গবাসীগণকে স্বাধীন-চিন্তা-শূন্য দেখা যায়। প্রচলিত

শিক্ষা-প্রণালী যে বঙ্গদেশের অনুপযুক্ত এবং এবং বঙ্গবাসীগণকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব-প্রদানে অক্ষম তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন কিন্তু কেহই স্বাধীন চিন্তার পরিচালনা করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা পূর্ব্বক মহা আন্দোলন উৎপাদন করিয়া বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী-সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়েন না।

বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে বঙ্গীয় লেখক-সম্প্রদায়ের স্বাধীনরূপে চিন্তা করিবার শক্তি অতি অল্পই উন্মেষিত হইয়াছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাবলীর মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন-চিন্তা-প্রসূত। বঙ্গীয় গ্রন্থ সকলের মধ্যে অধিকাংশ ইংরাজীর আংশিক কিম্বা সম্পূর্ণ অনুবাদ, কিম্বা ইংরাজী গ্রন্থকারদিগের মত ও ভাব পূর্ণ। এইরূপ অসংখ্য অনুবাদ ও বিজাতীয়-ভাব-পূর্ণ গ্রন্থে কোন একটি সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। বঙ্গ সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি-সম্পাদনার্থ বঙ্গীয় লেখকগণের সম্যকরূপে স্বাধীন-চিন্তাশীল হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। প্রকৃত রূপে চিন্তাশীল লেখক হইবার জন্য স্বাধীন রূপে চিন্তা করা, এবং স্ব স্ব ধী-শক্তির অনুসরণ করা বিশেষরূপে প্রয়োজন। বঙ্গীয় লেখকগণ স্বাধীনরূপে চিন্তা করিতে আরম্ভ না করিলে আমাদিগের দেশে কখন মহৎ-চিন্তাশীল ও প্রতিভা-সম্পন্ন লেখক উদিত হইবেন না এবং বঙ্গ সাহিত্যও কখন প্রকৃত উন্নতি লাভ করিবে না।

জাতীয় উন্নতি সংসাধনার্থ স্বাধীন চিন্তার আবশ্যকতা ও উপকারিত্ব বিশেষ রূপে উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেক স্বদেশানুরাগী ব্যক্তির সকল বিষয়ে স্বাধীনরূপে চিন্তা ও স্বাধীন মতানুসারে কার্য্য করিতে আরম্ভ করা অতীব কর্ত্তব্য। অপমান, গ্লানি, নিন্দা ও ঘৃণাভাজন হইবার ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং অন্যান্য নানা বাধা বিঘ্নের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া সকলে স্বাধীন চিন্তার পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলে বঙ্গদেশের উন্নতির প্রধান দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে।

ঘাসীদাস *।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সময় রামমোহন রায় পৃথিবীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল ঘোষণা করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়া বঙ্গদেশে মহান্ উপপ্লব উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহারই সমকালে (১৭৪২ ও ১৭৫২ শকের মধ্যবর্ত্তী কালে) ঘাসীদাস স্বজাতীয় চামারদিগের ধর্ম্ম-সংস্কার-কার্য্যে কৃতকৃত্য হইয়া তাহাদিগকে হীন অবস্থা হইতে উদ্ধার করেন।

ঘাসীদাস অতিধীরপ্রকৃতি ও দেখিতে অতি সুন্দর পুরুষ ছিলেন। চামারদিগের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সুকান্তি প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহার মুখশ্রী দীপ্যমান মহানুভাবতায় সমুজ্জ্বল ও চিত্ত সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিমান ছিল। কিন্তু তিনি অতিশয় চিন্তাশীল ও মিতভাষী ছিলেন। স্বজাতীয়দিগের হীনাবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার হৃদয় গভীর বেদনায় নিয়ত বিক্ষোভিত হইত। এই জন্য তিনি উপচিকীর্ষু হইয়া সর্ব্বদা পর্য্যটন পূর্ব্বক স্বজাতীয়দিগের সহিত অতি ঘনিষ্টতা করিতেন ও বিবিধ প্রকারে তাহাদের সাহায্য করিয়া তাহাদের সহিত সমসুখদুঃখতা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা ও কর্ম্মঠ বুদ্ধিশক্তির নিমিত্ত সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। অনেকে বিশ্বাস করিত তিনি অলৌকিক-প্রভাব-সম্পন্ন মহাপুরুষ,

* পূর্ব্ববারে প্রমাদ বশত ঘাসীদাস স্থলে খাসীদাস হইয়াছে।

কেহ কেহ বা তাঁহার অসামান্য চিকিৎসা-নৈপুণ্যের জন্য তাঁহাকে কেবল মাত্র সর্ব্ব-রোগাপহারী ধন্বন্তরির ন্যায় জ্ঞান করিত। ফলতঃ তিনি সকলেরই নিকট একজন অ-দ্ভুত সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

চিন্তা-নিরত ঘাসীদাস বিশেষ পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলেন, নীচ জাতীয় বলিয়া তাহাদের উপর ব্রাহ্মণেরা যে এত প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতেছে, এত অত্যাচার করিতেছে, ইহা কখনই পরম কারুণিক জগৎ পিতার অভিপ্রেত হইতে পারে না। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই মাতৃস্তনে ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ক্ষীরের সঞ্চার যেমন ব্রাহ্মণ-প্রসূতিদিগের হয়, চামারদিগেরও তদ্রূপ হইয়া থাকে, ইহার ভিন্ন বিধান কিছুই নাই। বসুন্ধরা সুরস ফল মূল দ্বারা সম্পূজিত ব্রাহ্মণদিগের যেমন, তেমনি দাসাধম চামার-দিগেরও ক্ষুধানিবৃত্তি ও আরাম সাধন করে। নির্ম্মল নির্ঝর-বারি তুল্য রূপে উভয়ের তৃষ্ণা-নিবারক ও শৈত্য-বিধায়ক। অগ্নি উভয় জাতিরই প্রয়োজন সাধন করে, বায়ুও কোন বিশেষ জাতির পক্ষপাতী নহে। এবং অনন্ত-প্রসারিত তারকাঙ্কিত সমুদ্ধ আকাশও সাধারণ সম্পত্তি। তবে ব্রাহ্মা-ণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ কিসে? ধর্ম্মেতে বিদ্যাতে তাঁহাদিগেরই একাধিপত্য কেন? ঘাসীদাস চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যজমানদিগের অমূলক ধর্ম্ম-ভয়ই ব্রাহ্মণদিগকে জগতীতলে এরূপ দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিয়াছে। অতএব স্বজাতীয়দিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে স্বীয় আয়ত্তা-ধীনে আনিতে পারিলে তিনি তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ্য পীড়ন হইতে মুক্ত করিতে পারি-বেন।

কিন্তু ইহা সহজ কথা নহে। সহস্র সহস্র বৎসর যে বিশ্বাস অব্যাহত প্রভাবে তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে, অদ্য এক উদ্যমে তাহা উন্মূলন করা মনু-ষ্যের সাধ্য নহে। সত্য বটে এই সময় অনেকে তাঁহার পার্শ্বচর ও অনুবর্ত্তী হই-য়াছিল কিন্তু তিনি প্রতীতি করিয়াছিলেন সমগ্র চামার জাতিকে উদ্ধার করিতে হইলে দৈব শক্তির সহায়তা আবশ্যক। অতএব তিনি বন্ধু বান্ধবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া দৈব-সহায়তা লাভার্থ তপশ্চরণে কৃত-সংকল্প হইলেন। প্রচার করিয়া দিলেন তিনি দীন হীন চামারদিগের উদ্ধারার্থ দুশ্চর ব্রত ধারণ করিয়া ঈশ্বরারাধনা করিবেন এবং তদর্থে ছত্রিশ গড়ের পূর্ব্বদিক্‌ব্যাপিনী অরণ্যানী মধ্যে প্রস্থান করিবেন।

একদা তিনি কতিপয় অনুবর্ত্তী শিষ্য সমভিব্যাহারে জঙ্ক ও মহানদীর সঙ্গম-স্থান-সন্নিহিত ভূ-ভাগের সীমান্তস্থিত গারোধ গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এবং তথায় উপনীত হইয়া তিনি অনুচর শিষ্যদিগকে বিদায় দিলেন, আর বলিয়া দিলেন ছয় মাস অতীত হইলে তিনি ঈশ্বরের নিকট বরলাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। শিষ্যেরা দে-খিল তাহাদের প্রিয় ঘাসীদাস এই কথা বলিয়া অনতিদূরবর্ত্তী পর্ব্বতে আরোহণ করত দূরস্থ মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সহসা অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

ঘাসীদাস তাঁহার এই স্বতঃ-অবলম্বিত বানপ্রস্থ-ব্রত-আচরণ-কালে কোথায় ছিলেন, কি করিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয় তথ্য কিছুই জানা যায় না। তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে ইহা অতি গুহ্য ও পবিত্র বিষয়,—অনুসন্ধানের অতীত। তবে প্রবাদ এই যে তিনি এতাবৎ কাল নানা বিধ বিপজ্জালে বেষ্টিত হইয়াও কখনই আপনাকে বিপন্ন জ্ঞান করেন নাই। সম্ভবতঃ তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বদা আপন রক্ষক স্বরূপ বিশ্বাস করিয়া অকুতোভয়ে সর্ব্ব-

প্রকার বিভীষিকার সম্মুখীন হইতেন এবং তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আপনাকে দেবানুগৃহীত বোধ করিতেন। সে যাহা হউক ইহা নিশ্চয় যে ঘাসীদাসের এই বনাশ্রম-সময়ে তিনি ঈশ্বর-চিন্তার যথেষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং এই অবসরে তিনি স্বীয় সঙ্কল্পিত বিষয়কে কার্য্যে পরিণত করিবার সুবিধান নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে ঘাসীদাসের প্রত্যাবৃত্ত শিষ্যেরা সেই বিস্তীর্ণ চামার-সমাজ-মধ্যে তাঁহার বন-প্রস্থান-বৃত্তান্ত সবিস্তার প্রচার করিয়া দিল এবং সকলকে জানাইল যে তাহাদের উদ্ধার জন্য ঘাসীদাস ঈশ্বরারাধনার্থ বনবাস স্বীকার করিয়াছেন। অতএব তাঁহার বনবাস-কাল অতীত হইবার পর দিবসেই যেন লব্ধ-প্রসাদ ঘাসী দাসের অভ্যর্থনার নিমিত্ত সকলে গীরোধে উপস্থিত হয়। এই আশাপ্রদ শুভ সমাচার চামার-সমাজকে আকুলিত করিয়া তুলিল এবং সাগ্রহ চিত্তে তাহারা সেই দিবসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঐ কয় মাস তাহাদের অন্য কোন চর্চ্চা ছিল না। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই কথারই জল্পনা ; এবং কল্পনা দ্বারা মনে মনে তাহারা কত সুখের আশা করিতে লাগিল। এতকাল যে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য তাহারা অপ্রতিবাদে সহ্য করিয়া আসিতেছিল এক্ষণে তাহা বিষম কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। ঘাসী দাস চামারদিগের জন্য বরপ্রাপ্তি-মানসে তপস্যা করিতে গিয়াছেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে তাহারা আর পূর্ব্ববৎ পদদলিত চামার থাকিবে না। অতঃপর তাহারা ব্রাহ্মণদিগের প্রতিকক্ষ হইয়া সংসারে তাহাদের সহিত সমভাগে সম্ভোগ্য উপভোগ করিতে পারিবে। তাহারা দেব-প্রসাদে উচ্চাভিলাষের অধিকারী হইবে ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে ?

দেখিতে দেখিতে নির্ব্বাসন-কাল অতীত ও নির্দ্দিষ্ট দিবস আসন্ন প্রায় হইয়া আসিল। অতএব বনাশ্রম হইতে প্রত্যাবৃত্ত ঘাসী দাসকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত চামার-মণ্ডলীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বালক বৃদ্ধ, যুবক যুবতী সকলেই আসিয়া গীরোধে উপস্থিত হইতে লাগিল; দিন রাত্রি আরণ্য পথে অবিরত জন-স্রোত বহিতে লাগিল। অনতি-পূর্ব্ব-পরিচিত সেই ক্ষুদ্র গ্রাম অসংখ্য লোক-সমাগমে সমাকুল হইয়া উঠিল। তিনি অবশ্যই অসামান্য লোক যাঁহাকে দেখিবার জন্য লক্ষাধিক মনুষ্য এত ব্যগ্রতা সহকারে পর্য্যটনের সমস্ত বিঘ্ন ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করিয়া একত্রিত হইয়াছিল। জননীরা শিশু সন্তানগণকে ক্রোড়ে লইয়া ধাবিত হইতেছে, বলহীন বৃদ্ধেরা অনাদীয় সবল-বাহু-বলে ভর দিয়া অগ্রসর হইতেছে, এবং অনেক হতভাগ্য উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই জীবনের সহিত ঘাসীদাস-দর্শনের আশা পরিত্যাগ করিতেছে। ঘাসীদাস কি গুণে এত লোককে আকর্ষণ করিয়া ছিলেন ? তিনি কি কোন অক্ষয় সুবর্ণ-খনি তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন—না কোন সমৃদ্ধিশালী সম্রাজ্য জয় করিয়া তাহাদিগকে তাহা দান করিবেন ? না-তাহা নহে। দিবার জন্য ঘাসীদাসের সেরূপ কিছুই ছিল না। যদ্দ্বারা মৃত্যুকে জয় করা যায় যাহা ইহলোক ও পরলোকে এক মাত্র কল্যাণ সাধন করে সেই সত্য ধর্ম্মের আশা দিয়া সাধু ঘাসীদাস এত অসংখ্য হৃদয়-তন্ত্র বিকম্পিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ভিন্ন জগতে আর কি আছে যাহার আকর্ষণ মানব হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে ?

ক্রমশঃ

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

১ বৈশাখ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫২।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহার্থে অদ্য হইতে নিম্ন-লিখিত কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইলেন। যত দিন পুনঃপরিবর্ত্ত না হয় তত দিন ইহাঁরা স্ব স্ব পদে স্থায়ী থাকিবেন।

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)
» নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
» বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
» নবগোপাল মিত্র
» রাজারাম মুখোপাধ্যায়
» চন্দ্রশেখর বসু
» ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
» কালীকৃষ্ণ দত্ত
» শ্রীনাথ মিত্র
» জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
» ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
» মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বিশ্বাস

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীজানকীনাথ ঘোষাল

ট্রষ্টী।

নূতন পুস্তক।

আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

ভগবদ্গীতা সংগ্রহ।

মূল্য ।০ আনা।

ডাক মাশুল (১০ পাই।

এই সংগ্রহে ভগবদ্গীতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশ টুকু সংগৃহীত ও অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা প্রেরণ করিবেন ও যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া উপকৃত হইবেন।

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১।

চৈত্র।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	... ...	৪২১৸১৫
পূর্ব্বকার স্থিত		৮৪০ (১৫
সমষ্টি	... ...	১২৬১৸/১০
ব্যয়	... ...	৮৩৯৸/১০
স্থিত	... ...	৪২২৲

আয়

ব্রাহ্মসমাজ		২ /৫
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	২/৫	
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা	...	৫৪।/০
পুস্তকালয়	...	১৭৷৷৶০
যন্ত্রালয়	...	৩২৸০
গচ্ছিত	...	১৯।৶/১০
সমষ্টি		৪২১৸ ১৫

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	... ...	৭০৸৵/১০
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা..	...	৯৬ ৶/১০
পুস্তকালয়	... ...	২৩৸৵/০
যন্ত্রালয়	... ...	৯৫ ৵/১০
গচ্ছিত	... ...	৫৩৷৷৶০
গবর্ণমেণ্ট সেবিংস ব্যাঙ্ক	...	৫০০৲
সমষ্টি		৮৩৯৸/১০

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

সম্বৎ ১৯২৭। কলিগতাব্দ ৪৯৮২। ১ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার।